যীশুর প্রকৃত পরিচর্যা

(The Real Ministry of Jesus)

লূক ৬ অধ্যায় ১৭-১৯ পদ

সারা রাত ধরে পিতার কাছে প্রার্থনা করার পর যীশু তাঁর শিষ্যদের মধ্যে থেকে ১২ জনকে তাঁর প্রেরিত হিসাবে গ্রহণ করলেন। পার্থিব পরিচর্যা শেষ করে যীশু যখন পিতা ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাবেন, তখন যারা তাঁর সুসমাচার পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাবে, তাদের মনোনয়ম কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তা জেনে যীশু তাঁর প্রেরিতদের মনোনয়নের পূর্বে সারা রাত ধরে পিতার কাছে প্রার্থনার দ্বারা প্রস্তুতি নিয়েছেন, এ বিষয়ে পিতার ইচ্ছা জেনেছেন, যেহেতু তিনি পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই মনোনয়নের উদ্দেশ্যও আমরা গত সপ্তাহে দেখেছি, যা তাদের 'প্রেরিত' নামকরণের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যীশুর মনোনীত এই ১২ জন প্রেরিত কে কে ছিল, তা-ও আমরা গত সপ্তাহে দেখেছি। এইভাবে ১২ জন প্রেরিতকে মনোনীত করার পর, তাদের সঙ্গে নিয়ে যীশু সেই পাহাড় থেকে নেমে আসেন এবং বিস্তর মানুষের মধ্যে পরিচর্যা করেন। বিস্তর মানুষের মাঝে যীশুর সেই পরিচর্যাকে সংক্ষিপ্ত আকারে লূক তার সুসমাচারের ৬:১৭-১৯ পদে বর্ণনা করেছে। আজ আমরা এই অংশটি পাঠ করেছি, এবং এর দ্বারা সেদিন সেই সমস্ত মানুষের জীবনে, তথা আজ আমাদের জীবনে যীশুর প্রকৃত পরিচর্যাকে উপলব্ধি করতে আমরা চেষ্টা করব।

আজ আমরা এখানে যত জন উপস্থিত হয়েছি, প্রত্যেকেই কোন না কোনও বিশেষ কারণে এসেছি। এখন, সেই সমস্ত উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে আসার অর্থ, ঐ সমস্ত বিষয়ে আমাদের শূণ্যতা আছে, ঐ সমস্ত বিষয়ে আমরা প্রত্যেকেই পূর্ণতা আকাঙ্ক্ষা করি। দার্শনিক প্লেটো মানুষের জীবনকে বর্ণনা করতে গিয়ে ফুটো কলসীর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। যার অর্থ, কলসীতে ফুটো থাকায়, তাতে যত খুশি তত জল ঢালা হোক না কেন, তা কখনও পূর্ণ হবে না। মানুষের জীবনও একই ভাবে অপূর্ণ, অসন্তুষ্ট। এখন কেবল প্লেটোর সময়কার মানুষ কিংবা আধুনিক যুগের মানুষের ক্ষেত্রে যে এই কথা সত্য, তা নয়, সর্ব কালের সমস্ত মানুষের জন্য এই কথা একই ভাবে প্রযোজ্য। যীশুর সময়কার মানুষরাও একই ভাবে তাদের জীবনে পূর্ণতা বা সন্তুষ্টির পেছনে ছুটেছে। তারা যখন যীশুর কাছে এসে ভিড় করেছিল, তখন তা থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, কোন না কোনও ভাবে তাদের অপূর্ণ ও অসন্তুষ্ট মনে যীশু পূর্ণতা ও সন্তুষ্টি দিয়েছিলেন।

এখন প্রশ্ন হল, যীশুর কাছ থেকে তারা যা পেতে এসেছিল, যীশু কি তাদের তা-ই দিয়েছিলেন? ১৭ পদের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে, ***"তারা তাঁর বাক্য শুনবার ও নিজের নিজের রোগ থেকে সুস্থ হবার জন্য তাঁর কাছে এসেছিল।"*** আবার ১৮ পদে বলা হয়েছে যে ***"যারা মন্দ আত্মা দ্বারা উৎপীরিত হচ্ছিল, তারা সুস্থ হল।"*** এর থেকে পরিষ্কার যে, তাদের মধ্যে অনেকেই যখন শারীরিক অসুস্থতা থেকে সুস্থ হবার জন্য যীশুর কাছে এসেছিল, যীশু তাদেরকে সেই সমস্ত অসুস্থতা থেকে সুস্থ করেছিলেন। তাহলে, আমরা যীশুকে কি একজন চিকিৎসক হিসাবে চিন্তা করব? আর সেই চিন্তানুসারে, আমরা কি কেবল রোগ থেকে সুস্থ হবার জন্য যীশুর কাছে আসব? তাই, রোগ থেকে সুস্থতা, কিংবা আর্থিক সাহায্য, কিংবা মিষ্টি কথা– এই সমস্ত জাগতিক সমস্যার সমাধান দিতেই কি যীশু স্বর্গীয় সুখ ছেড়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, ঈশ্বর হয়েও মানুষ হয়েছিলেন, নিজে নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক হয়েও ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন? এই সমস্ত পার্থিব সমস্যার সমাধান করবার জন্য কি স্বর্গ ছেড়ে নিজে এই পৃথিবীর মাটিতে অবতীর্ণ হওয়ার তাঁর প্রয়োজন ছিল? তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে কি তিনি স্বর্গ থেকে আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিতে পারতেন না? আবার পৃথিবীতে কেবল মানুষ হিসাবে আসা নয়, নিজে নিষ্পাপ হয়েও তাঁর সন্তানদের পাপের শাস্তি গ্রহণ করে, সেই সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি তখনকার দিনে সবথেকে নিষ্ঠুরতম মৃত্যু, ক্রুশে পেরেক বিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। আমাদের কেবল জাগতিক সমস্যার সমাধান করতে কি তাঁর এইভাবে মৃত্যুর কোনও প্রয়োজন ছিল?

যোহন ৬ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, বিস্তর লোক তাঁর কাছে আসতে দেখে যীশু তাঁর শিষ্য ফিলিপকে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন (৫ পদ)। যীশুর সেই কথা শুনে ফিলিপ যদিও তার জন্য বিশাল অর্থের প্রয়োজনের কথা বলেছিল, যীশু কিন্তু একটি বালকের পাঁচটা রুটি ও দুটো মাছ দিয়ে পাঁচ হাজারেরও বেশি লোককে অলৌকিক ভাবে খাইয়েছিলেন। এখন, যীশুর কাছ থেকে এইভাবে বিনা পয়সায় খাবার খাওয়ার পরের দিন, তারা যখন যীশুর খোঁজ করছিল, যীশু তখন তাদের এমন কথা বলেছিলেন, ***"তোমরা চিহ্ন-কাজ দেখেছ বলে যে আমার অন্বেষণ করছ, তা নয়, কিন্তু সেই রুটি খেয়েছিলে ও তৃপ্ত হয়েছিলে বলে"*** (২৬ পদ)। এরপর যীশু সেই সমস্ত মানুষকে বলেছিলেন, ***"নশ্বর ভক্ষের জন্য শ্রম কোরো না, কিন্তু সেই ভক্ষের জন্য শ্রম কর, যা অনন্ত জীবন পর্যন্ত থাকে, যা মনুষ্যপুত্র তোমাদের দেবেন, কারণ পিতা ঈশ্বর তাঁকেই মুদ্রাঙ্কিত করেছেন"*** (২৭ পদ)। আবার তারা যখন ঈশ্বরের কাজ করতে আকাঙ্ক্ষা করেছে, যীশু তখন তাদের বলেছেন, ***"ঈশ্বরের কাজ এই, যেন তাঁতে তোমরা বিশ্বাস কর, যাঁকে তিনি প্রেরণ করেছেন"*** (২৯ পদ)। কিন্তু যীশুর এই কথা তাদের কানে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ঢোকেনি, কারণ তারা তখন যীশুকে বিশ্বাস করবে, যখন যীশু তাদের বিশেষ চিহ্ন দেখাবেন, মোশির ন্যায় তাদের আকাশ থেকে মান্না খাওয়াবেন। তাদের এই কথায় যীশু নিজেকে স্বর্গ থেকে নেমে আসা খাদ্য হিসাবে বর্ণনা করেন, যিনি জগৎকে জীবন দিতে এসেছেন (৩৩ পদ)। কিন্তু যীশুর এই কথার অর্থও তারা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে, কারণ তাদের মাথায় কেবল গতদিনের রুটি খাওয়ার চিন্তা চলছে, আর তাই তারা যীশুকে এমন কথা বলেছে, *"প্রভু, চিরকাল সেই খাদ্য আমাদের দিন"* (৩৪ পদ)। তখন যীশু পরিষ্কার করে তাদের এই কথা বলেন, *"আমিই সেই জীবন-খাদ্য। যে ব্যক্তি আমার কাছে আসে, সে ক্ষুধার্ত হবে না, এবং যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে তৃষ্ণার্ত হবে না, কখনও না"* (৩৫ পদ)। যীশুর এই কথার অর্থ, যীশুই মানুষের জীবন পূর্ণ করেন ও সন্তুষ্ট করেন। পাঁচ হাজার লোককে পাঁচটা রুটি ও দুটো মাছ দিয়ে পেট ভরে খাওয়ানোর ঘটনা হল, সেই সত্যের পক্ষে একটি চিহ্ন মাত্র যে, **তিনিই কেবল আমাদের সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারেন**। কিন্তু লোকেরা তাদের অনন্তকালীন প্রয়োজন পূর্ণ করতে আগ্রহী নয়। তাদের একমাত্র আগ্রহ হল, তাদের তাৎক্ষণিক জাগতিক প্রয়োজনের পূর্ণতা। কিন্তু যীশু যেহেতু তাদের এই পার্থিব প্রয়োজন *চিরকাল* পূর্ণ করবেন না, সেইহেতু তারা যীশুর বিরুদ্ধে বচসা শুরু করেছিল (৪১ পদ)।

অবশ্য, তাদের বচসা দেখে যীশু ক্ষান্ত হননি, পরিবর্তে তিনি পুনরায় ঘোষণা করেছেন, *"সত্য, সত্য, আমি তোমাদের বলছি, যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়েছে। আমিই জীবন খাদ্য"* (৪৭-৪৮ পদ)। এই কথাকে যীশু আরও পরিষ্কার করে ভেঙ্গে বলেন, *"আমিই সেই জীবন খাদ্য, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। কেউ যদি এই খাদ্য খায়, তবে সে অনন্ত কাল জীবিত থাকবে, আর আমি যে খাদ্য দেব, সে আমার মাংস, জগতের জীবনের জন্য"* (৫১ পদ)। যীশুর এই কথা শুনে যখন অনেক শিষ্য পিছিয়ে পড়েছিল (৬৬ পদ), তখন যীশু তাঁর ১২ জন প্রেরিতকে প্রশ্ন করেছিলেন, *"তোমরাও কি চলে যেতে ইচ্ছা করছ?"* যীশুর সেই প্রশ্ন শুনে পিতর উত্তর দিয়েছিল, *"প্রভু, কার কাছে যাবো? আপনার কাছে অনন্ত জীবনের কথা আছে; আর আমরা বিশ্বাস করেছি, এবং জেনেছি যে, আপনিই ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি"* (৬৮-৬৯ পদ)।

অনেকে, এমনকী শিষ্যদের মধ্যেও অনেকে যখন যীশুকে চিনতে ভুল করেছিল, পিছিয়ে পড়েছিল; তখন সেই ১২ জন কিন্তু জগতের জীবনের জন্য, নিজের মাংস পর্যন্ত দানকারী, জীবন খাদ্য হিসাবে যীশুকে চিনেছিল, বিশ্বাস করেছিল। আজ আমরা কি যীশুকে সেই সমস্ত ইহুদিদের ন্যায় আমাদের প্রতিদিনের জাগতিক প্রয়োজন পূর্ণকারী হিসাবে চিন্তা করি, না-কি ১২ জনের ন্যায় আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তকারী, আমাদের অনন্তজীবন দানকারী প্রভু বলে বিশ্বাস করি?

তাই, আমরা যখন সুসমাচারে যীশুর পার্থিব জীবনের দ্বারা মানুষের বিভিন্ন পার্থিব প্রয়োজন পূর্ণ হতে দেখি, তখন যেন যীশুর প্রকৃত পরিচয় এবং পৃথিবীর মাটিতে তাঁর অবতীর্ণ হবার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে আমরা ভুল না বুঝি। আসুন, লূক ৬:১৭-১৯ পদে যীশুর পার্থিব পরিচর্যার সংক্ষিপ্ত সারকে উপলব্ধি করি।

ক। যীশু কোথায় এই পরিচর্যা করেছিলেন? ১৭ পদে লূক লিখেছে, *"পরে তিনি তাদের সঙ্গে নেমে এক সমান ভূমির উপরে গিয়ে দাঁড়ালেন।"* ১২ পদে আমরা যীশুকে দেখেছি প্রার্থনা করতে পাহাড়ে গেছিলেন এবং সেখানে সারা রাত ধরে পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। তারপর দিনের আলো ফুটলে তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে নিজের কাছে ডেকেছিলেন ও তাদের মধ্য থেকে ১২ জনকে বেছে নিয়েছিলেন ও তাদের *'প্রেরিত'* নাম দিয়েছিলেন। এরপর ১৭ পদ অনুসারে, তিনি এই ১২ জনের দলকে সঙ্গে নিয়ে সেই পাহাড়ের উপর থেকে নিচের দিকে এগোলেন এবং *"এক সমান ভূমির উপরে গিয়ে দাঁড়ালেন।"* এ কথার অর্থ, পাহাড় থেকে নামার পথে, ঐ পাহাড়েরই ঢালে সবুজ ঘাসে ঢাকা কোনও বিস্তৃর্ণ সমতল ভূমি ছিল, যীশু সেখানেই দাঁড়ালেন। আর এখানেই বিভিন্ন এলাকা থেকে বিস্তর লোক তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হল।

২০-৪৯ পদে আমরা দেখতে পাই, যীশু সেই সমবেত জনতাকে উপদেশ দিয়েছেন। লূকের লেখা সুসমাচারে যীশুর দেওয়া এই উপদেশ **"সমতলে দত্ত উপদেশ"** নামে পরিচিত। আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছি যে, মথি ৫-৭ অধ্যায়ের **"পর্বতে দত্ত উপদেশের"** সঙ্গে এর অনেক সাদৃশ্য আছে। এখন, এই দুটি উপদেশ কি একবারই প্রচারিত উপদেশের দুটি ভিন্ন বর্ণনা, না-কি একই ধরণের দু-বার প্রচারিত উপদেশ, সে বিষয়ে ঈশতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতের অমিল আছে। কারণ, এই দুই উপদেশের প্রেক্ষাপটকে মথি এবং লূক ভিন্ন পথে বর্ণনা করেছে। মথি ৫:১ পদে বলা হয়েছে, *"বিস্তর লোক দেখে যীশু পর্বতে উঠলেন"* এবং সেখানে শিষ্যদের এই উপদেশ দিয়েছিলেন; কিন্তু এখানে লূক ৬:১৭ পদে বলা হয়েছে, *"যীশু তাঁর ১২ জন প্রেরিতকে সঙ্গে নিয়ে (পাহাড় থেকে) নেমে একটি সমতল ভূমির উপরে গিয়ে দাঁড়ালেন।"* অবশ্য, অনেক ঈশতাত্ত্বিক এই সমস্যার সমাধান এইভাবে করেছেন, সেদিন যীশু সেই পাহাড় থেকে একেবারে নিচে নামেননি, পরিবর্তে, পাহাড় থেকে নেমে আসার মাঝ পথে কোনও একটি সমতল ভূমিতে তিনি দাঁড়িয়েছেন এবং তাদের এই উপদেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ, তাদের বক্তব্য অনুসারে, মথি ও লূক একই ঘটনা ও একই উপদেশের যে প্রতিবেদন দিয়েছে, তাদের সেই প্রতিবেদনের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। মথি যে প্রতিবেদন দিয়েছে, তা লূকের লেখা প্রতিবেদন থেকে প্রায় তিনগুণ বড়ো। এর দ্বারা তারা সেই সত্যকে প্রমাণ করতে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

চেয়েছেন যে সুসমাচারের লেখকরা একে অন্যের লেখাকে নকল করেনি। প্রত্যেকে তাদের নিজের নিজের প্রেক্ষাপট, ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও দৃষ্টিকোন অনুসারে ঘটনা বা উপদেশের বর্ণনা দিয়েছে। আবার, তাদের লেখনীতে তাদের সুসমাচার লেখার উদ্দেশ্যও ফুটে উঠেছে। মথির লেখায় সেই সমস্ত বিষয় লেখা হয়েছে, যেগুলির বিষয় ইহুদিদের বিশেষ আগ্রহ ছিল (মথি ৫:১৭-৪২; ৬:১-৬; ১৬:১৮), যেহেতু মথি মূলত তার সুসমাচার ইহুদি পাঠকদের উদ্দেশে লিখেছে। কিন্তু লূক যেহেতু মূলত ইহুদিদের উদ্দেশ্যে এই সুসমাচার লেখেনি, তাই সে এই সমস্ত বিষয়কে উহ্য রেখেছে।

আবার অনেক ঈশতাত্ত্বিকের ধারণা, যীশু একই উপদেশ দুটি ভিন্ন স্থানে দু-বার একটু আলাদা করে প্রচার করেছিলেন। আর তাই তাদের ধারণা অনুসারে, মথির লেখা ''পর্বতে দত্ত উপদেশ'' এবং লূকের লেখা ''সমতলে দত্ত উপদেশ'' দুটি পৃথক উপদেশের বর্ণনা।

খ। কাদের প্রতি যীশুর এই পরিচর্যা? যীশুর এই পরিচর্যার পাত্র হিসাবে আমরা ৩ দলের লোকদের নির্দেশ করতে পারি: (১) তাঁর সদ্য মনোনীত ১২ জন প্রেরিত, (২) বিস্তৃত অর্থে তাঁর শিষ্যরা, এবং (৩) বিস্তর জনতা।

(১) তাঁর সদ্য মনোনীত ১২ জন প্রেরিত: ১৭ পদে প্রথমেই বলা হয়েছে, যীশু ''তাদের সঙ্গে নিয়ে'' পাহাড় থেকে নিচে নামলেন। এই কথার দ্বারা পাহাড়ের উপরে তাঁর সদ্য মনোনীত ১২ জন প্রেরিতকে নির্দেশ করা হয়েছে। তিনি কেবল তাদের মনোনীত করে তাদের উপর দায়িত্ব দেননি; পরিবর্তে, তিনি তাদের প্রাত্যহিক জীবনে তাঁর প্রেরিত হয়ে দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এখানে আমরা তাদের সেই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের একটি নমুনা দেখতে পাচ্ছি।

গত সপ্তাহে আমরা শিখেছি, এই ১২ জন প্রেরিতকে তিনি নতুন নিয়মের মণ্ডলীর প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে মনোনীত করেছিলেন। তাদের সেই ভিত্তিমূলক কাজের পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। আর তাই আজ মণ্ডলীতে কোনও প্রেরিত নেই, যেহেতু মণ্ডলীর **অসাধারণ কার্যকারী** হিসাবে তাদের নিয়োগ ছিল অদ্বিতীয় ও কেবল একবারের জন্য। কিন্তু আজ আমাদের প্রভু মণ্ডলীর **সাধারণ কার্যকারী** হিসাবে প্রাচীন (শিক্ষক ও প্রশাসক) ও পরিচারকদের দিয়েছেন।

(২) বিস্তৃত অর্থে তাঁর শিষ্যরা: ১৭ পদের পরবর্তী অংশে লূক লিখেছে, ***"আর তাঁর অনেক শিষ্য . . . উপস্থিত হল।"*** এরা হল সেই অসংখ্য মানুষের দল, যারা যীশুকে অনুসরণ করতে শুরু করেছে এবং যীশুর শিক্ষা গ্রহণ করে সেই শিক্ষার কাছে নিজেদের সমর্পণ করেছে। এদের মধ্যে থেকেই যীশু তাঁর ১২ জন প্রেরিতকে মনোনীত করেছিলেন (১৩ পদ)। যীশুর পার্থিব পরিচর্যায় এদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছিল। তারা যীশুকে বিশ্বাস করেছে, অনন্ত জীবন সম্বন্ধে যীশুর শিক্ষাকে গ্রহণ করেছে এবং যীশুর কাছে থাকবার তারা অঙ্গীকার করেছে। আজকের দিনে আমাদের মণ্ডলীতে আমরা আমাদের মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের সঙ্গে এদের তুলনা করতে পারি, যারা যীশুকে তাদের একমাত্র প্রভু ও পরিত্রাতা হিসাবে বিশ্বাস ও গ্রহণ করেছে, তাঁর সন্তান হিসাবে মুদ্রাঙ্কিত হয়েছে, বিশ্বাস-জীবন যাপন করে চলেছে।

(৩) বিস্তর জনতা: ১৭ পদের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে, ***"সমস্ত যিহূদিয়া ও জেরুশালেম এবং সোর ও সীদোনের সমুদ্র উপকূল থেকে বিস্তর লোক উপস্থিত হল।"*** অর্থাৎ, ১২ জন প্রেরিত ও অন্যান্য বহু সংখ্যক শিষ্যর পাশাপাশি দক্ষিণে যিহূদিয়া ও জেরুশালেম থেকে এবং উত্তরে সোর ও সীদোনের উপকূল থেকে বিস্তর লোক যীশুর পরিচর্যার আশীর্বাদ পেতে এসেছিল। এই সমস্ত লোক তখনও তাঁর শিষ্য হয়নি, তারা যীশুর বিষয় শুনেছিল এবং তা তাদের মনে যীশুর বিষয় কৌতুহল তৈরী করেছিল। আর তাই তারা স্বচক্ষে তাঁর পরিচর্যা দেখতে ও নিজের কানে তাঁর উপদেশ শুনতে যীশুর কাছে এসেছে। তাদের মধ্যে অনেকে অসুস্থ ও মন্দ-আত্মগ্রস্ত ছিল, তারা সুস্থ হতেও তাঁর কাছে এসেছিল। আজকের দিনে আমাদের মণ্ডলীতে আমরা এদের তাদের সঙ্গে তুলনা করতে পারি, যারা আমাদের মণ্ডলীতে আসে যায়, তারা যীশুকে আরও জানতে চাইছে, কিন্তু এখনও বিশ্বাসী হয়নি।

গ। যীশুর পার্থিব-পরিচর্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী? ১৭ পদের শেষাংশে লূক লিখেছে, ***"তারা তাঁর বাক্য শুনবার এবং নিজের নিজের রোগ থেকে সুস্থ হবার জন্য তাঁর কাছে এসেছিল।"*** তারা যখন তাঁর কথা শুনতে ও সুস্থ হতে যীশুর কাছে এসেছিল, তখন যীশু তাদের প্রতি কী করেছিলেন? ১৮ পদে বলা হয়েছে, ***"যারা অশুচি আত্মা দ্বারা উৎপীড়িত হচ্ছিল, তারা সুস্থ হল।"*** আর যখন তারা তাঁর কাছে এসে এইভাবে সুস্থ হল, তখন তারা কী করতে চেষ্টা করল? ১৯ পদে বলা হয়েছে, ***"আর সমস্ত লোক তাঁকে স্পর্শ করতে চেষ্টা করল, কারণ তাঁর থেকে শক্তি নির্গত হয়ে সকলকে সুস্থ করছিল।"*** যীশুর পার্থিব পরিচর্যা ছিল মূলত সুসমাচার প্রচার, শিক্ষাদান ও আরোগ্যদান। তিনি **বাক্য** ও **সেবার পরিচর্যা** সাধন করেছেন।

(১) বাক্যের পরিচর্যা: যীশুর মুখ থেকে অনন্তজীবনের বাণী শুনবার জন্য লোকেরা যীশুর কাছে ছুটে আসত। কারণ যীশু তাদের অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষকদের ন্যায় শিক্ষা দিতেন না, তাঁর শিক্ষা ছিল ক্ষমতাযুক্ত (লূক ৪:৩২; মথি ৭:২৯)। সাধারণ লোকরা যখন যীশুর বিষয় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করেছিল; তিনিই কি সেই খ্রীস্ট, তারা যখন এমন প্রশ্ন করতে শুরু করেছিল; যীশুর জনপ্রিয়তা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যখন তুঙ্গে উঠেছিল; তখন প্রধান যাজকরা ও ফরীশীরা যীশুকে ধরে আনার জন্য পদাতিকদের পাঠায় (যোহন ৭:৩২)। কিন্তু তারা যখন একা ফিরে এসেছিল, তখন সেই সমস্ত প্রধান যাজক ও ফরীশী যীশুকে না ধরে আনার কারণ জানতে চেয়েছিল। তখন সেই সমস্ত পদাতিকদের উত্তর হল: ***"সেই ব্যক্তি যেরূপ কথা বলেন, কোনও মানুষ কখনও সেরূপ কথা বলেনি"*** (৪৫, ৪৬ পদ)। তাঁর প্রচার ও শিক্ষা ছিল মৌলিক, তা কারুর শিক্ষার নকল ছিল না; তা ছিল পূর্ণ ক্ষমতাযুক্ত; এবং তার বিষয়বস্তু ছিল কল্পনাতীত গভীর। মশীহ হিসাবে তিনি তাঁর নিজের চরম ক্ষমতায় বাক্য প্রচার করতেন। তিনি অন্য কারুর ক্ষমতাকে ভিত্তি করে প্রচার বা শিক্ষা দিতেন না; পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের মতোও তিনি এমন কথা বলেননি, ***"সদাপ্রভু এই কথা বলেন।"*** তাঁর আগে কেউ যা পারেনি, যীশু সেইভাবে চূড়ান্ত, ব্যক্তিগত, ঐশ্বরিক ক্ষমতায় বাক্য প্রচার ও শিক্ষা দিয়েছেন। দু হাজার বৎসর পর, আমরা তাঁর সেই বাক্যই পাঠ করছি, অধ্যয়ন করছি, ধ্যান করছি, ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ করছি। আমরা কি সতিই তাঁর বাক্য শুনতে ও পালন করতে আগ্রহী?

(২) সেবার পরিচর্যা: মশীহ হিসাবে নিজের ক্ষমতা, করুণা ও তত্ত্বাবধান প্রদর্শন করতে যীশু অনেক রোগিকে সুস্থ করেছেন। তিনি তাদের প্রত্যেককে সুস্থ করেছেন। কোনও অসুস্থ ব্যক্তিকে আরোগ্যদানে তিনি অক্ষম ছিলেন না। তাঁর ভালোবাসা, দয়া ও তত্ত্বাবধান পাবার বাইরে কেউ ছিল না। নিজে একজন শারীরিক চিকিৎসক হিসাবে এ বিষয়ে লূকের বিশেষ আগ্রহ ছিল। আর তাই, শারীরিক রোগিদের পাশাপাশি অশুচি আত্মাদের দ্বারা উৎপীড়িতদের কথা লূক উল্লেখ করেছে। এর আগেও যীশু অনেককে সুস্থ করেছেন (৪:৪০-৪১); এবং আগামী দিনেও তিনি অনেককে সুস্থ করতে চলেছেন (৭:২১-২২)।

এর আগে আমরা যীশুকে দেখেছি, পিতরের বাড়ীতে যারা সুস্থ হবার জন্য যীশুর কাছে এসেছিল, তিনি তাদের প্রত্যেক জনের উপর হস্তার্পণ করে সুস্থ করেছিলেন (৪:৪০); এবং তিনি হাত বাড়িয়ে কুষ্ঠরোগিকে স্পর্শ করে সুস্থ করেছিলেন (৫:১৩)। তাই, সমস্ত লোক তাঁর স্পর্শ পেতে ইচ্ছা করত। লূক ৮:৪৩-৪৮ পদে, আমরা প্রদর রোগগ্রস্ত একজন স্ত্রীলোককে দেখতে পাই, সে যখন যীশুর বস্ত্রের থোপ স্পর্শ করে সুস্থ হয়েছিল, তখন যীশু উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁর থেকে শক্তি বের হয়েছিল (৪৬ পদ)।

তাঁকে স্পর্শকারী প্রত্যেকেই যে যীশুকে মশীহ হিসাবে বিশ্বাস করে সুস্থ হয়েছিল, তা বলা কঠিন। অনেকে হয়ত কুসংস্কার বশত কিংবা অনেকে পরীক্ষা করার জন্যও যীশুকে স্পর্শ করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্রকৃত অসুস্থ যারা সুস্থ হচ্ছিল, তারা সকলেই যে যীশুর ক্ষমতায় সুস্থ হচ্ছিল, তা যেন আমাদের চোখ না এড়ায়। আমরা কি সেই যীশুর প্রতি আমাদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করেছি? না-কি, আমাদের বিভিন্ন অভাব ও প্রয়োজনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত?

এই শাস্ত্রাংশ থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, আমাদের সমস্ত প্রয়োজন কেবল যীশুই পারেন পূর্ণ করতে। আমেরিকার অন্ধ কবি ফ্যানী জেন ক্রস্‌বী তাঁর ৪৫-৪৬ বৎসর থেকে যীশুর গান লেখা শুরু করেন। কিন্তু একবার যীশুর গান লেখা শুরু করে, এই ভদ্রমহিলা কখনও থামেননি, গানের পর গান লিখে গেছেন, তাঁর হৃদয় থেকে সুন্দর সুন্দর গানের কথা ধারাবাহিকভাবে উৎপন্ন হয়েছে। তিনি সমগ্র দেশের মধ্যে সবথেকে সুখী মানুষে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। ৯৫ বৎসর পর্যন্ত তাঁর জীবনে ঈশ্বরের আশীর্বাদের কথা, যীশু কীভাবে তাঁর সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন, সে বিষয়ে তিনি দেশের সর্বত্র সাক্ষ্য দিয়ে বেড়ান। সারা জীবনে তিনি প্রায় ৮,০০০ যীশুর গান লেখেন (আমাদের গান বইয়েও কয়েকটি আছে, *কী সুখের আশ্বাস, সুরক্ষা যীশুর কোলে*, ইত্যাদি)। একবার একজন প্রচারক এই অন্ধ কবির প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বলেন, *"খুবই দুঃখের বিষয় যে, প্রভু আপনাকে এত আশীর্বাদ করছেন, কিন্তু আপনাকে দৃষ্টি দেননি।"* সেই কথা শুনে এই ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে বলেন, *"জানেন, আমি যদি আমার জন্মের সময় ঈশ্বরের কাছে কোনও আবেদন করার সুযোগ পেতাম, তাহলে আমি তাঁকে বলতাম, আমি যেন অন্ধ হয়ে জন্ম গ্রহণ করি।"* তার কথা শুনে অবাক প্রচারককে ক্রস্‌বীর উত্তর, *"যখন আমি স্বর্গে যাব, তখন যে প্রথম মুখ আমি দেখব, যিনি আমাকে আনন্দিত করবেন, তিনি আমার প্রভু।"*

অন্ধ কবির কাছে তার অন্ধত্ব থেকে উদ্ধার ছিল না সবথেকে বড়ো আকাঙ্ক্ষা। কারণ খ্রীস্টকে তিনি তার জীবনে পেয়েছিলেন, এবং খ্রীস্ট তাঁর সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ করেছিলেন। আপনার ও আমার জীবনে সবথেকে বড়ো প্রয়োজন কী? প্রাত্যহিক জীবনে জাগতিক বিভিন্ন সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান, না-কি, সেই সমাধানকারী, যিনি আমার-আপনার সমস্ত সমস্যার অনন্তকালীন সমাধান দেন। আমাদের জীবনে সমস্ত সমস্যার মূল কারণ হল পাপ। আর সেই পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করতে যীশু নিজেকে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলি হিসাবে উৎসর্গ করেছেন, জগতের জীবনের জন্য তিনি তাঁর মাংস দিয়েছেন (যোহন ৬:৫১)। আমরা কি সেই মাংস খেয়েছি? অর্থাৎ, তাঁকে বিশ্বাস করেছি? তাঁকে বিশ্বাস ছাড়া অনন্তজীবী হবার কোনও উপায় নেই। কারণ, তিনি এমন কথা বলেছেন, ***"এই খাদ্য যে ভোজন করে, সে অনন্তকাল জীবিত থাকে"*** (যোহন ৬:৫১, ৫৮)। আসুন, কেবল জাগতিক সমস্যা থেকে সমাধানের জন্য নয়, কিন্তু অনন্তজীবি হতে যীশুর কাছে আসি, তাঁর বাক্য শুনি, কেবল তাঁতে বিশ্বাস করি, তাঁর সন্তান হই।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com